দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 18 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

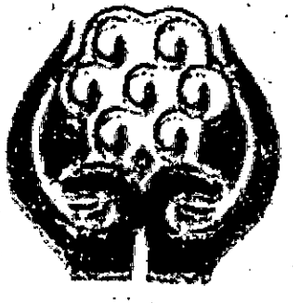

সার্ক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতীক্ষা

অমিত বসু, *কলকাতা থেকে*

যা[illegible] বিয়ের কনে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুরশিদ মেহমুদ কাসুরিকে দেখে যেভাবে ছুটল যেন সানিয়া মির্জা টেনিস কোর্টে নামছে। বাবা মন্ত্রী মণিশঙ্কর আয়ারের মুখে মৃদু হাসি। শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা অবাক। যামিনীর বর আদর্শ কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বাবা সাবেক মন্ত্রী এসএম কৃষ্ণ কুমারের চোখে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ। যামিনী ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কনসালট্যান্ট, আদর্শ এনজিওর কর্ণধার। দু'জনে যথেষ্ট পরিণত। বিবাহ বাসরে জড়সড় হয়ে বসে থাকার নয়। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপের অতিথিরাও এসেছেন। সার্ক পরিবারের মিলনমেলা। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি পাকিস্তানের কাউন্টারপার্টকে কাছে পেয়ে খুশি। না চাইতেই মেঘ। যামিনীর বিয়ের দৌলতে কাসুরি কুক্ষিগত। টেনে নিলেন হায়দরাবাদ হাউসে। বিয়ে বাড়িতে কখনও কাজের কথা হয়। পরদিন মধ্যাহ্নভোজে প্রাণখোলা কথাবার্তা। অবাধ বাক্যালাপ। দশ বছর আগে নরসিমা রাওয়ের মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তাও অল্প সময়ের ফুরসত। তেমন কিছু করা হয়ে ওঠেনি। বসতে না বসতেই সিনেমা শেষ। এবারেও মেয়াদ কম। মাত্র তিন বছর। প্রথম দু'বছর কেটেছে প্রতিরক্ষামন্ত্রিত্বে। তাতে সুবিধা হয়েছে। পররাষ্ট্র-প্রতিরক্ষা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। দুই মন্ত্রীর দু'টি বিষয় জানা জরুরী। প্রণব মুখার্জির আগের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিং ইরাকের সঙ্গে লেনদেনের অনিয়মে মন্ত্রিত্ব খুইয়েছেন। মন্ত্রী হিসাবে খুব একটা সফলও ছিলেন না। পররাষ্ট্রসচিব থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অনেক অভিজ্ঞতাতেও অনেক ভুল। রাজিব গান্ধী শ্রীলঙ্কায় সেনা পাঠিয়েছিলেন তাঁর পরামর্শে। যার ভয়ঙ্কর পরিণতিতে রাজিবের জীবননাশ। প্রণব গোড়া থেকেই সচেতন। তাঁর চোখে গুরুত্ব পাচ্ছে প্রতিবেশী। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব নিয়েই সার্কের ভাবনা। ছ'টি দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের উদ্যোগ। সব থেকে বেশি নজর বাংলাদেশে। শান্তি কামনায় অধীর। রাজনৈতিক জটিলতা কাটিয়ে উন্নয়নের নৌকায় কবে ভাসবে। অভ্যন্তরীণ [illegible]

যে—ধুরন্ধর- রাজনীতিক ও তার - প্রমাণ দিয়েছেন। বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার মধ্যে কাকে পছন্দ সেটা জানিয়েছেন। না মুখে নয়, কূটনৈতিক পথে। ঢাকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত বীণা সিক্রির পদত্যাগের পর দায়িত্বে বাঙালী তনয় সর্বজিৎ চক্রবর্তী। মুখার্জি-চক্রবর্তীর আন্ডার স্ট্যান্ডিংটা ভাল হতে বাধ্য। সর্বজিৎকে পাঠিয়েছেন শেখ হাসিনার কাছে। কেন? আমন্ত্রণ জানাতে। ৩১ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী। ৫৮ বছর আগে প্রয়াত জাতির জনককে শ্রদ্ধা জানাতে দিল্লী সফরের অনুরোধ। সুধা সদনে গিয়ে প্রণবের নির্দেশে সর্বজিৎ আবেদন জানিয়েছেন, শেখ হাসিনা যেন প্রণবের ইচ্ছে পূরণ করেন। বেগম খালেদা জিয়াকেও আমন্ত্রণ জানানো যেত। এই মুহূর্তে দু'জনের কেউই প্রধানমন্ত্রী নন। দু'জনেই অন্যতম দু'টি দলের নেত্রী। নিমন্ত্রণের বেলায় একজন কেন? প্রণব মুখার্জি কী ধরেই নিয়েছেন, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবেই বিশেষ দিনে ভারতে যাবেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন জাতির জনকের অনুষ্ঠানে কেন? তিনি কী প্রকারান্তরে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন। যে নামটা প্রাণপণে ঠেলে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা পাকিস্তানপন্থীদের, তাঁকেই বরণ করার উদ্যোগ। এক দেশের নেত্রী যখন অন্য দেশে যান তখন চালচিত্রের মতো জাতির জনকের প্রতিকৃতি অদৃশ্যভাবে শোভিত হয়। সেই

প্রণব মুখার্জির মাথায় বন বন করে ঘুরছে সার্কের চিন্তা। চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিনতাওয়ের ভারত সফরে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রথম থেকেই মেজাজ খিঁচড়ে দিয়েছে দিল্লির চীনের দূতাবাস। জিনতাওয়ের ভারতে পা দেয়ার মুহূর্তে ঘোষণা, অরুণাচল চীনের অংশ। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে প্রণব বলেছেন, অরুণাচল ভারতের। এ নিয়ে চীন যেন কোনও প্রশ্ন না তোলে। প্রণবের আগুনে জিনতাও নীরব। অরুণাচল নিয়ে কূটনৈতিক খেলা বন্ধ। প্রণবের বিশ্বাস, সার্কের বনেদ শক্ত হলে শুধু চীন নয় ইউরোপ, আমেরিকার সঙ্গে পাঞ্জা কষা সহজ হবে। আমেরিকার পরমাণু চুক্তিতে তিনি কোন শর্ত মানতে নারাজ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে যথেষ্ট কড়া ছিলেন প্রণব। তীর-নিক্ষেপ পাকিস্তানের দিকে। স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, পাকিস্তান যে ভারতে সন্ত্রাস রফতানি করে তার প্রমাণ আছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে সেসব কথা বেমালুম ভুললেন। আলোচনা গড়াল বন্ধুত্বের রাস্তায়। কাশ্মীর থেকে সিয়াচেন, বাণিজ্য থেকে সংস্কৃতি কিছুই বাকি রইল না। এবার পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফকে দিল্লির সার্ক সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তুতি। [illegible]

প্রাথমিক কথাবার্তাও সারতে পারবেন। মোশাররফ দিল্লি আসবেন অথচ ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক হবে না তাই কি হয়? মোশাররফ চাইছেন মনমোহন পাকিস্তান যান। তিনি একবার দিল্লীতে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। সার্কে যোগ দিতে আবার আসছেন। তিনি বার বার আসবেন, মনমোহন একবারও যাবেন না সেটা কী ভাল দেখায়। দু'জনের মধ্যে একটা ক্রস কারেন্ট আছে। মোশাররফের জন্য দিল্লীতে, মনমোহনের লাহোরে। পরিহাস করে বলা হয়, ইচ্ছে করলে দু'জনে দায়িত্ব পাল্টাতে পারেন। অর্থাৎ মনমোহন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, মোশাররফ ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ্রা রাজা পাকসে ভারত ঘুরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে মনমোহন, প্রণব দু'জনেই কথা বলেছেন। তামিল টাইগারদের সামলাতে যে সামরিক সাহায্য দেয়া হবে না সেটাও জানিয়েছেন। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। সার্কের নেতারা সুযোগ পেলেই জ্যোতি বসুর বাড়িতে ঢু মারেন। সল্টলেকে জ্যোতি বসুর বাসভবনে শীতের অতিথি শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রধানমন্ত্রী রণিল বিক্রমসিংহে। একান্ত আলাপচারিতায় দৃঢ় মানসিক বন্ধন।

ধ্বংসের খোলস ছেড়ে ধাতস্থ নেপাল। মাওবাদী নাশকতা বন্ধ। সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থা। মাওবাদী নেতা প্রচণ্ডের বাঙালীপ্রীতি [illegible]

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে উত্তরবঙ্গ [illegible] বন্দী নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যু[illegible] সদস্য মোহন বৈদ্য, চন্দ্র প্রকাশ গজ[illegible] মুক্ত। ছাড়া পেয়েই বাঙালীর প্রশং[illegible] পঞ্চমুখ। দু'জনেই সম্ভাব্যমন্ত্রী। একে-[illegible] হাতে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো দুই-[illegible] ঠাণ্ডা ঘরে বসে কিভাবে মন্ত্রিত্ব সামলা[illegible] প্রচণ্ড বলেছেন, পারবে না কেন। ভালবা[illegible] বাঘও বশ মানে।

নেপাল সংসদের ৩৩০ আসনে প্রচ[illegible] প্রতিনিধি ৭৩। পুরনো রাজতন্ত্র [illegible] গণতান্ত্রিক সংবিধান। কৃষ্ণ বাহাদুর মো[illegible] জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকা[illegible] মতো ভূমি সংস্কারের পরিকল্পনা রয়ে[illegible] কিন্তু জোতদারদের জমির হিসাব পাও[illegible] মুশকিল। দীর্ঘদিনের জমিদারী ব্যবস্থা বা[illegible] করে জমির রেকর্ড তৈরি কী কম কথা? [illegible] মাসের মধ্যে নির্বাচন করে পাকাপা[illegible] ক্ষমতায় এসে এ নিয়ে ভাবা যাবে।

ভুটানে জঙ্গী শিবির ভাঙ্গার পর উত্তর[illegible] শান্তিতেই ছিল। বেলাকোবায় ট্রে[illegible] বিস্ফোরণে ফের সন্ত্রাসের মেঘ। নাশকত[illegible] কারা? আসছে কোথেকে? সন্দেহের [illegible] ভুটানের দিকে। জঙ্গী দমনে সহযোগিত[illegible] আশ্বাস। মালদ্বীপের সঙ্গে ভারতের বাণি[illegible] ক্রমশ বাড়ছে। সার্কের সংহতি অনেকট[illegible] সুনিশ্চিত।

প্রণব মুখার্জি আমন্ত্রণ জানাতে প্রথমে যে[illegible] চেয়েছেন ঢাকা; কিন্তু সেখানে কার কা[illegible] যাবেন, কাকে আমন্ত্রণ জানাবেন ভে[illegible] পাচ্ছেন না। মনে প্রাণে চাইছেন বাংলাদে[illegible] রাজনৈতিক সঙ্কট সামলে উঠুক। শান্তি[illegible] আলো ফুটুক। সার্ক শিখর সম্মেলন এখন[illegible] তিন মাস। তড়িঘড়ি করার কিছু নেই[illegible] গণতন্ত্রের হাওয়া সার্কে। গতবার ঢাকা[illegible] সম্মেলনে যোগ দেন নেপালের রা[illegible] জ্ঞানেন্দ্র। এবার তিনি নেই। রাজতন্ত্রে[illegible] পতন। প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরা[illegible] আমন্ত্রিত। গণতন্ত্রের পরীক্ষা বাংলাদেশে[illegible] চ্যালেঞ্জে অকৃতকার্য হওয়া বাংলাদেশে[illegible] ধাতে নেই। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকে[illegible] ম্যাচে খুলনায় যেভাবে জিম্বাবুইয়েকে[illegible] হারিয়েছে তুলনাহীন। জিম্বাবুইয়ে [illegible] উইকেটে ১৮৪, বাংলাদেশ মাত্র এ[illegible] উইকেট খুইয়ে ১৮৬। শাহরিয়ার নাফিসে[illegible]